এক পরাশক্তির অন্যায় যুদ্ধ আতঙ্কিত করেছে বিশ্বের মানুষকে

মতিউর রহমান নিজামী

পাঠাগার

এক পরাশক্তির অন্যায় যুদ্ধ আতঙ্কিত করেছে বিশ্বের মানুষকে

মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

এক পরাশক্তির অন্যায় যুদ্ধ আতঙ্কিত
করেছে বিশ্বের মানুষকে
মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রথম প্রকাশ
মহররম- ১৪২৪ হিজরী
বৈশাখ - ১৪১০ বাংলা
এপ্রিল - ২০০৩ ইংরেজী

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা

মূল্য ঃ নির্ধারিত চার টাকা মাত্র

By Motiur Rahman Nizami, Published by : Prof. Mohammad Tasneem Alam, Publication Department, Jamaat-e-Islami Bangladesh, 504, Elephant road, Maghbazar, Dhaka. April 2003, Price : Taka 4.00 only.

www.pathagar.com

অষ্টম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর

৯ মার্চ ২০০৩ এর ঐতিহাসিক ভাষণ

মাননীয় স্পীকার

মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাওয়ায় আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি এবং সেই সাথে আপনাকেও জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পীকার

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিস্থিতির উপরে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল সেই পরিস্থিতির পটভূমিতে এবং বিগত সরকারের সময় সৃষ্ট পুঞ্জিভূত সমস্যা নিয়ে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান জোট সরকার এক বছর কয়েক মাসে যে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার উপর বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন এবং জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্যের আহ্বান জানিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে মূল্যবান ভাষণ দিয়েছেন আমি সে ভাষণের জন্যে আপনার মাধ্যমে তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং তাঁর ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার

ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী, গোটা বিশ্ব আজ একটি গ্লোবাল ভিলেজ। অতএব বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে দুনিয়ার কোন দেশ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, বিশ্বের সচেতন কোন নাগরিকও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। অতএব–

আজ এক পরাশক্তির আয়োজিত একটি অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক এবং অন্যায় যুদ্ধের আশঙ্কা গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করেছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার। এই আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ আমার, আপনার সকলের মনে আছে। এই উদ্বেগের কারণে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়েই আমাকে কথা শুরু করতে হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার

ইরাক মধ্যপ্রাচ্যের একটি আরব মুসলিম রাষ্ট্র। পশ্চিমা বিশ্বের কাছে এই দেশ আধুনিক, আরব জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। আজকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, পরাশক্তি আমেরিকার এক অযৌক্তিক অন্যায় যুদ্ধের লক্ষ্য এই দেশটি। খোদা নাখাস্তা যদি যুদ্ধ শুরুই হয় তাহলে শুধু ইরাকবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিষয়টি এমন নয়, শুধু মধ্যপ্রাচ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যাপারটি এমনও নয়, শুধু মুসলিম উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিষয়টি এমনও নয়, এই যুদ্ধের পরিণতি গোটা বিশ্বব্যাপী অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে। এই যুদ্ধের পরিণতিতে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বিভিন্ন দেশের নাগরিকরাও

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা যে সব দেশের নাগরিক তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আমি মনে করি এই যুদ্ধের পরিণতিতে বিশ্ব সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানবতা, মনুষ্যত্বের একটি বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

মাননীয় স্পীকার

যদিও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের অজুহাত তুলে এই যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে, প্রস্তুতি হচ্ছে, আমি বিশ্বাস করি–এই যুদ্ধের পরিণতি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে আরো উস্কে দেবে, এর মাত্রা আরো বৃদ্ধি করবে। এ জন্যই বিশ্বের শান্তিকামী সকল মানুষের মনে এ নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সারা দুনিয়াব্যাপী জনমত আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে। ছয় শতাধিক শহরে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে শান্তিকামী মানুষের বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ প্রমাণ করে বিশ্ব বিবেক এখনো জাগ্রত আছে। আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাপী শান্তির পক্ষে, যুদ্ধের বিপক্ষে, যারা অবস্থান নিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মাননীয় স্পীকার

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ, শান্তিকামী দেশ। বাংলাদেশও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নয়। প্রতিদিন বাংলাদেশের রাজধানী শহরসহ বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধের বিপক্ষে, শান্তির পক্ষে মিছিল হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবারে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে রাজধানী শহরে জনসমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের ঢল নেমেছিল।

মাননীয় স্পীকার

কিছুদিন আগে মালয়েশিয়ায় Non Aligned Movement এর যে শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল এই সম্মেলনও এই যুদ্ধের বিপক্ষে তাদের অবস্থান স্পষ্ট ঘোষণা করেছে। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধের বিপক্ষে, শান্তির পক্ষে বাংলাদেশের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ন্যাম সম্মেলনের Immediate পরে তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে ওআইসির সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনের পক্ষ থেকেও এই যুদ্ধের বিপক্ষে ভূমিকা রাখা হয়েছে।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানেও বাংলাদেশকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। সম্প্রতি কাতারে ওআইসির সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনও যুদ্ধের বিপক্ষে, তাদের অবস্থান স্পষ্ট ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সেখানে বাংলাদেশকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। আরব লীগও এই যুদ্ধের বিপক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। সেই সাথে ফ্রান্স, জার্মান, রাশিয়া, চীন জোরালোভাবে এই যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এরপরও যদি যুদ্ধ হয় এবং জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে যুদ্ধ হয় অথবা জাতিসংঘ কোন শক্তির ডিকটেশনের কাছে নতি স্বীকার করে যুদ্ধের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে এই জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে তার কার্যকারিতা হারাবে।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার

এই অবস্থাকে সামনে রেখে আজকে আমরা এই পার্লামেন্টে কথা বলছি।

এই যুদ্ধজনিত বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক-আশঙ্কার পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্যে দু'টো ইস্যু আরো অতিরিক্ত বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। একটি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশকে রেজিস্ট্রেশন তালিকাভুক্ত করা এবং আরেকটি–ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার দুঃখজনক ইস্যু। এই ইস্যু দু'টির বিপক্ষেও তেমনি জাতীয় ঐকমত্য গড়ে উঠা উচিত ছিল, যেভাবে বাংলাদেশের দলমত নির্বিশেষে সকলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আমি জানি, বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ এ দু'টি ইস্যুরও বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, প্রধান বিরোধী দল, মানে পাওয়ারের Alternative, এই ইস্যু দুইটির ব্যাপারে যে মনোভাব পোষণ করে তা আমাদের সর্বস্তরের জন-মানুষের জন্য বিব্রতকর, বিড়ম্বনাকর। এই ইস্যুতে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা যতটা দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল আমার মনে হয় ততটা দায়িত্বশীল ভূমিকা তারা রাখতে পারেননি।

মাননীয় স্পীকার

যুক্তরাষ্ট্রের রেজিস্ট্রেশন তালিকাভুক্তির ইস্যুতে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে একটি রেজুলেশন ও বিবৃতি দেয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাতের সময় মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী এ ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন, এ জন্যে আমি ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এই তালিকাভুক্তির পর পর তারা বিভিন্নভাবে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, সরকারকে ব্যর্থ বলে উল্লেখ করতে গিয়ে তারা যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন তাতে মনে হয় তারা পুলকিত হয়েছেন। তাদের একজন নেতা বলছেন, তালিকাভুক্ত করবে না? তাদের দলে অমুক আছে, তমুক আছে। এইভাবে সরকারকে দায়ী করে, সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করে তারা তাদের সাফল্যের দাবী করতে চান। এই সাফল্যটা তাদের হতেও পারে। কিন্তু দেশ ও জাতির জন্যে কাম্য নয়, কল্যাণকর নয়।

মাননীয় স্পীকার

তারা এই ইস্যুতে সরকারকে দায়ী করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের প্রবাসী সংগঠন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে State Department-এর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। সেই স্মারকলিপিতে তালিকা থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেয়ার জন্যে কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে। এই শর্ত দেয়াটাই প্রকারান্তরে প্রমাণ করে এই তালিকাভুক্তি তাদের কাম্য ছিল। আমি কথা বলতাম না যদি আওয়ামী লীগের মূল দলের পক্ষ থেকে ঐ স্মারকলিপি যারা দিয়েছেন তাদেরকে Disown করা হতো। তাদের Unauthorised বলে যদি ঘোষণা করা হতো তাহলে এটা বলতাম না। তারা এ ব্যাপারে নীরব আছেন। তার মানে ঐ স্মারকলিপির দায়-দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার

কথার পৃষ্ঠে কথা আসে, তারা যখন এ ব্যাপারে সরকারকে দায়ী করছেন তখন তাদের দায়-দায়িত্ব কিছু আছে কি না- এ ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের মুখ খুলতে হয়। নির্বাচনের পরে এই ব্যাপারে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী কি বলেছেন তা আমি অত বেশী ভাঙ্গাতে যাবো না। তারা ক্ষমতায় থাকতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশে সফরে এসেছিলেন রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসাবে। তার কাছে তারা একটি বই উপহার দিলেন "Politics of Bangladesh : Democracy versus religious fundamentalism". এটা সরকারের পক্ষ থেকে আরেকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দেওয়া একটা অফিসিয়াল ডক্যুমেন্ট। এই ডক্যুমেন্ট তারা কেন দিয়েছিলেন ব্যাখ্যা দেয়ার দায়িত্ব তাদের। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তারা প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে যা বুঝাতে চেয়েছিলেন, তিনি সাথে সাথে তা বুঝেছেন, Convinced হয়েছেন এবং সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কর্মসূচি তিনি বাতিল করেছেন। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ব্যক্তিগত বন্ধু ডঃ ইউনুস-তার গ্রামীণ ব্যাংকের প্রোগ্রামটাও মফস্বলের যেখানে গিয়ে হওয়ার কথা ছিল সেখানে হয়নি।

মাননীয় স্পীকার

একদিনে সব হয় না। বাংলাদেশ আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যেভাবে চিত্রিত হয়েছে সেভাবে চিত্রিত হওয়ার জন্যে এই বইটির মাধ্যমেই সেদিন বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল। ঐ বিষবৃক্ষের ফল আজ গোটা জাতিকে ভোগ করতে হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার

সেদিনই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন; এই বাংলাদেশ উগ্র মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্যে ছেয়ে গেছে। এই বইটা Present করার লক্ষ্য কি হতে পারে?

একটা এটা হতে পারে যে, হুজুর মৌলবাদীদের উৎপাতে আমি আর পারছি না, দয়া করে, মেহেরবানী করে এদের উৎপাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। অথবা এটা হতে পারে, আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি এখন এই মৌলবাদীদের সাথে হাত মিলিয়েছে। এখন যদি মৌলবাদীদের সাথে হাত মিলানোর কারণে মৌলবাদীসহ তাদের সবার উপরে নিপীড়ন, নির্যাতন চালাতে হয় তাহলে কিছু মনে করবেন না। সেই সাথে এটাও তাদের মগজে ছিল আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা বিশ্বের দেশে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে মাথা ঘামায় কিন্তু বসনিয়ায় যখন ইতিহাসের জঘন্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছিল তখন তারা নীরব। প্যালেস্টাইনে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এ ব্যাপারে তারা নীরব। কারণ মানুষ মারলে পাপ হয়, মুসলমান মারলে পাপ হয় না।

মাননীয় স্পীকার

তাদের এই ম্যাসেজ ছিল Opposition-এর উপরে যতই যুলুম নির্যাতন চালাই না কেন, মৌলবাদের বিরুদ্ধে ও তালেবানের বিরুদ্ধে যেহেতু এদের এলার্জি আছে সেহেতু এরা এ ব্যাপারে কিছু বলবে না। এ লক্ষ্যেই তারা তখন রাজনৈতিক নিপীড়ন-নির্যাতন বাড়িয়ে ছিলেন, যা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার

দ্বিতীয় আরেকটি দলিল তারা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সমস্ত দূতাবাসের মাধ্যমে ইংরেজী এবং আরবী ভাষায় Simultaneously একটি বই প্রচার করেছিলেন, ইংরেজীতে তার নাম 'Terrorism in the name of Islam, আরবীতে তার নাম 'আল এরহাব বেইসমিল ইসলাম' (الارهاب باسم الاسلام)। এ ভাবে সরকারী উদ্যোগে দূতাবাসের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে তারা এই প্রচারণার মাধ্যমে ও অফিসিয়ালি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন যে, বাংলাদেশ মৌলবাদীদের একটা আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

নির্বাচনের পর তারা ঐ টারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। একটু উৎসাহিত হয়েছেন। এই মৌলবাদ আর তালেবানের প্রশ্নে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান হয়েছে এবং একটি সরকারের পতন ঘটিয়ে একটি পুতুল সরকার গঠন করা হয়েছে। এটাকে সামনে নিয়ে তারা উৎসাহিত হয়ে মার্কিন মুল্লুকে গিয়ে– এই নির্বাচনের পরে বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান হয়েছে– এই কথা বলেছেন।

মাননীয় স্পীকার

আমি আর বেশী দূর যেতে চাই না। এর সাথে তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের একটা কল্পকাহিনীও সৃষ্টি করেছেন। আমি যতদূর জানি আওয়ামী লীগের Political Concept-এ Minority, Majority-র কোন Conception নেই, থাকার কথা নয়, কিন্তু সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে নির্বাচনের রায়কে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে গ্রহণ না করে তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পকাহিনী সারা দুনিয়াব্যাপী প্রচার করেছেন এমন একটি দেশের বিরুদ্ধে, যে দেশটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হাজার বছর যাবত লালন করে আসছে।

মাননীয় স্পীকার

আমার বলতে দ্বিধা নেই, জোট সরকার গঠন হওয়ার পর দুইটি পূজার অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। গত বছর অক্টোবর মাসে, এবারে অক্টোবর মাসে। ইতিহাসে এদেশের হিন্দু সমাজ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়, রাজনৈতিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সহযোগিতায় এত জাঁকজমকের সাথে আর কোন দিন পূজা করার সুযোগ পায়নি।

মাননীয় স্পীকার

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাহিনী প্রচারের পর বেনজামিন এ গিলম্যান এবং জোসেফ ক্রোলি দুজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান একটি কমিশন গঠন করে বাংলাদেশের এই ইস্যুতে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাদের রিপোর্টে বলা আছে হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধদের সাথে তারা আলাপ-আলোচনা করেছেন। তাদের ফাইন্ডিং সম্পর্কে আমি একটি লাইন শুধু পড়তে চাই।

www.pathagar.com

None of the people with whom we spoke told us of any major incidents which can constitute human rights violations, like killings, rape, assault, burning and looting of homes, or any such allegations.

মাননীয় স্পীকার

এত তাড়াতাড়ি হলুদ বাতি জ্বালাইয়েন না। যখন বলতেই আমাকে দিয়েছেন তখন আমার মনের কথাগুলো প্রকাশ করার একটু সুযোগ দেবেন। মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের রাজনৈতিক অধিকার আছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে মাঝে মধ্যে কিছু অসহনশীল ঘটনা ঘটে, সেটাকে ধর্মীয় দাঙ্গা হিসাবে চিত্রিত করার কোন সুযোগ নেই।

মাননীয় স্পীকার

সুরঞ্জিত সেন বাবু চলে গেছেন। উনি থাকলে ভাল হতো। উনি মাঝে মধ্যেই আমাদেরকে আক্রমণ করে কথা বলেন। আমরা এটা মনে করি না যে, তিনি তার ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে ইসলামী দলগুলোকে আক্রমণ করেন। আমরা এটাই স্বীকার করি তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির চৌকশ একজন মুখপাত্র। আওয়ামী রাজনীতিরই প্রতিনিধিত্ব করেন।

মাননীয় স্পীকার

আপনার মনে থাকার কথা, ১৯৯২ সালের শুরুতে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব জগন্নাথ হলের গেটের কাছে জগন্নাথ হলের ছাত্রদের কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সেদিন এটা বলতে যাই নাই যে, জগন্নাথ হলের ছাত্ররা তাদের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে তার উপর আঘাত হেনেছিল।

মাননীয় স্পীকার

আমি নিজেও ১৯৯১ সালের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কক্ষে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছিলাম। সে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পঙ্কজ দেবনাথ নামে বাকশালপন্থী ছাত্রলীগের একজন নেতা। আমরা তখন এ প্রশ্ন তুলিনি যে, একটি ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে আমাদের উপর আঘাত হানা হয়েছে। রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে এটা করেছে। ১৯৮৩ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মুকুল বোসের নেতৃত্বে ছাত্র শিবিরের উপরে হামলা করা হয়েছিল। আমরা এ প্রশ্ন তুলিনি মুকুল বোস একজন অমুসলিম হওয়ার কারণে একটি ইসলামী দলের উপর হামলা করেছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে রাজনৈতিকভাবে এক দলের সাথে আরেক দলের কিছু হলে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। চাটমোহরে একজন খ্রিস্টান নেতার ব্যাপারে কিছু কথা উঠেছিল আসলে খ্রিস্টান নেতা হিসাবে নয়। তিনি ওখানে আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। পাঁচ বছর আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে যুলুম নির্যাতন করেছিলেন। তার একটা প্রতিক্রিয়া ছিল। এখানে ধর্মীয় পরিচয়কে ব্যবহারের কোন

www.pathagar.com

সুযোগ ছিল না। আমি এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলতে চাই না মাননীয় স্পীকার। আজকের এই তালিকাভুক্তির Background তারা ক্ষমতায় থাকতেই তৈরি করেছিলেন। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পরেও আরও কিছু কথা বলেছিলেন যেগুলো প্রচার পেয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। ব্রাসেলসে সফর, ভারত সফর এগুলো আমি আর টানতে চাই না–মাননীয় স্পীকার।

এরপরে পুশইনের ঘটনা নিয়ে আমি এটুকু কথাই শুধু বলতে চাই, তারা এই অমানবিক অবন্ধুসুলভ ঘটনার বা কাজের নিন্দা করার পরিবর্তে সরকারকে দায়ী করাকে প্রাধান্য দেন। ১৯৯২ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশনে (অক্টোবর মাসে) এই পুশইনের উপরে আলোচনা হয়েছিল। তখনো দেখেছি ঐ "Joint Communicate illegal immigrant across the Border" কেই তারা দায়ী করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিবেশী দেশের মধ্যে illegal immigrant-এ একটা সমস্যা থাকে, উভয় দেশেরই এটা মাথা ব্যথার কারণ। কিন্তু এই সংখ্যা তখন দেড় কোটি, এখন দুই কোটি, এটা সম্পূর্ণ অবান্তর একটা জিনিস। দলমত নির্বিশেষে সকলের উচিত ছিল এটার নিন্দা করা। তারা এই নিন্দা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার

ভারত আমাদের নিকট প্রতিবেশী। আমরা তাদের সাথে, সুসম্পর্ক রাখতে চাই, বন্ধুসুলভ ব্যবহার আমরা পেতে চাই, আমরা করতে চাই। দুই কোটি বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দেয়ার এই প্রবণতা অবন্ধুসুলভ। সেখানে কিছু বিবেকবান ব্যক্তি এই প্রবণতার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ভারত সরকার তাদের এই চিন্তা পরিবর্তন করবেন। আমরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাদের কাছ থেকে বন্ধুসুলভ আচরণ আশা করি।

মাননীয় স্পীকার

এরপরে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন যে প্রেক্ষাপটে সেটা উল্লেখ করেছেন। আমি আগেই একটু উল্লেখ করেছি এ বিষয়ে।

এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন, মুসলিম উম্মাহর প্রতি দায়িত্ব পালন এবং দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন একটি বড় কাজ, কঠিন কাজ। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে, যোগ্যতার সাথে, দক্ষতার সাথে পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করার ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে। বাজেটে শতকরা ৫৫% ভাগের যোগান অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে দেয়ার সঙ্কল্প এর প্রমাণ বহন করে।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার

জোট সরকারের অঙ্গীকার ছিল এক সাথে আন্দোলন, এক সাথে নির্বাচন এক সাথে সরকার গঠন। এখানে মাননীয় নাসিম সাহেব এখন নেই। তার বক্তব্যে তিনি একটি সত্য উচ্চারণ করেছেন জামায়াতে ইসলামী প্রসঙ্গে। সবসময়ে ঐ পাকিস্তান আমলেও কপ (COP) থেকে ডাক (DAC) পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াত ছিল, আবার ঐ আশির দশকে জামায়াত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিল এবং একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিএনপি'র বিপক্ষে জাতীয় পার্টি, জামায়াত, আওয়ামী লীগ মিলে আন্দোলন করেছিল। এ কথাটি তিনি স্বীকার করেছেন যে, জামায়াত সব সময় গণতন্ত্রের পক্ষে ছিল। কিন্তু আফসোস করেছেন আমরা তো সরকার গঠন করি নাই। বিএনপি তাদের সরকারে নিয়ে ভুল করেছে। আসলে কি এটি ভুল সংশোধনের প্রস্তাব না কি মনের একটি জ্বালার বহিঃপ্রকাশ?

মাননীয় স্পীকার

তারা বলছেন, জামায়াতের সাথে আমরা সরকার গঠন করি নাই। একটা প্রবাদ আছে 'পান না তাই খান না"। ১৯৯১ এর পার্লামেন্টে নির্বাচনের পর জাতীয় পার্টির একজন প্রবীণ নেতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল জামায়াত, জাতীয় পার্টি এবং তখন সুরঞ্জিত সেন গুপ্তরা আরো ১৭ জন ছিলেন সবাইকে নিয়ে সরকার গঠন করার। জামায়াত সেই ডাকে সাড়া দেয়নি বিএনপি'কে বাদ দিয়ে। এর প্রমাণ তাদের মন্ত্রিসভায় গিয়েছিলেন সেই জেনারেল নুরউদ্দিন সাহেব। তিনি খুব ভালো করে জানতেন, মাননীয় স্পীকার।

তোফায়েল সাহেব ছাত্রজীবন থেকে আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। তিনি অনেক সময় আফসোস করে বলতেন, নিজামী সাহেব ভুল করেছেন, ভুল করেছেন। আমাদের সাথে আসলে কমপক্ষে ৭টি মহিলা সিট পেতেন। তাদের খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু সাহেব জামায়াতের অফিসে এসেছিলেন বিএনপি'কে বাদ দিয়ে সরকার গঠনের প্রস্তাব নিয়ে। এখন বলেন, আমরা সরকার গঠন করি নাই। আসলে 'পান না তাই খান না", না পেয়ে এই কথাটা বলেছেন মাননীয় স্পীকার।

মাননীয় স্পীকার

একটু আগে তাদের সাবেক অর্থমন্ত্রী একটি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং উনারা ফাঁকে ফাঁকেই বলেন। আসলে অনেকের কথার মধ্যে প্রকৃত সত্যটা বেরিয়ে আসে। যেমন নাসিম সাহেবের কথার মাধ্যমে একটা এসেছিল। তেমনি জনকণ্ঠ আজকাল এটা নিয়ে একটু বেশী ব্যস্ত। জনকণ্ঠ একটা নিউজ আইটেম করেছে হরকতে কিনা নানা ছদ্মবেশে সুপরিকল্পিত কাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার

হারাকাতুল ইসলাম, না হারাকাতুল জিহাদ- এই নামটা আমরা কবে শুনেছি? মাননীয় স্পীকার আপনাকে একটু আমি স্মরণ করতে বলব, আমরা কেউ জানতাম না এই নামটা। কবি শামসুর রাহমানের উপরে একটা কথিত হামলার রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। তার মধ্যে কি ছিল? তার কাছে কবিতা আনতে গিয়েছিল, সময়মত কবিতা না পেয়ে হামলা করে এবং কবির পত্নী সেই হামলা প্রতিহত করে তাদের ধরে ফেলে। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় ছিল তারা ছাত্রলীগের কর্মী। তারা পুলিশের কাছে বলেছে, কিছু হুজুর তাদেরকে এই কর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ঐ হুজুররা নাকি হারাকাতুল জেহাদ করে।

মাননীয় স্পীকার

আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার আগ পর্যন্তও ঐ হারাকাতুল জেহাদ কারা করেছিল, কবি শামসুর রাহমানের উপর কারা হামলা করেছিল তা আর জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। ৭৬ কেজি বোমার ঘটনা আওয়ামী ঘরানার মুফতি হান্নান ঘটিয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনারও রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তারা যেতে পারেননি তাদের পাঁচ বছরের শাসন আমলে। উদীচি থেকে নিয়ে রমনার বটমূল, কমিউনিষ্ট পার্টির মহাসমাবেশ, এরপরে নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে কারা দায়ী এসব বিষয়ের কোনটারই তারা রহস্য উন্মোচন করে যেতে পারেননি।

মাননীয় স্পীকার

আমি এ সম্পর্কে পূর্ণ দায়িত্বশলীতার সাথে বলতে চাই, বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের Failure এর পর, মানবরচিত মতবাদের ব্যর্থতার পর, বিশ্বব্যাপী ইসলামের একটা গণজাগরণের সূচনা হয়েছে। এটাকে সামনে রেখে ঐতিহাসিকভাবে ইসলামের চিহ্নিত দুশমনেরা ইসলামের ইমেজ নষ্ট করার জন্যে, ইসলামী নেতৃবৃন্দের ইমেজ নষ্ট করার জন্যে তাদেরই পয়সায় তাদেরই পরিকল্পনায় দুনিয়াব্যাপী কিছু উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। হারাকাতুল জেহাদ বলেন আর শাহাদাতই আল হিকমা পার্টি বলেন। আরবী ব্যাকরণে এ নামটি শুদ্ধ নয়, উর্দ্দু, ফার্সি ব্যাকরণেও এই নামটি শুদ্ধ নয়, বাংলায় তো নয়ই মাননীয় স্পীকার। এগুলো পরিকল্পিতভাবে কারা করছে, নাটাই কাদের হাতে সেটা অন্য কথা, ইসলামী আন্দোলনের মূলধারার সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের ইমেজ নষ্ট করার কাজে এগুলোকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি একটি ইসলামী সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলতে চাই, এভাবে ইসলামের নামে হোক আর যেভাবেই হোক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে মানুষের শান্তি বিনষ্ট যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আমরা তাতে পূর্ণ সমর্থন দেব। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত আর ইসলামী ঐক্যজোট সকলেরি ঐকমত্যে আসা উচিত। কারণ সন্ত্রাসীরা কারো বন্ধু নয়।

মাননীয় স্পীকার

সন্ত্রাস দমন নিয়ে কথা উঠে। এটা আমাদের একটা অঙ্গীকার ছিল। আমি বলতে চাই মাননীয় স্পীকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপোষহীন

www.pathagar.com

ছিলেন, আছেন, থাকবেন। সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে প্রতিশোধের রাজনীতি উস্কে দিতে পারে এ জন্যে ঐতিহাসিক বিজয়ের পরও তিনি বিজয় মিছিল করতে বারণ করেছিলেন। এটা একটা অতুলনীয়, অন্যন্য দৃষ্টান্ত। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বলেছিলেন ওরা যে ভাষায় কথা বলত আমরা সে ভাষায় কথা বলব না। ওরা যা করত আমরা তা করব না। প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যারাই করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

এরপরও সন্ত্রাস কিছু ছিল যে কারণে Operation Clean Heart করতে হয়েছে। যৌথবাহিনী নামাতে হয়েছে। কিন্তু কেন হয়েছে? মাননীয় স্পীকার, তারা যদি নির্বাচনের রায় খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব নিয়ে মেনে নিতেন, শুরু থেকেই পার্লামেন্টে আসতেন, প্রতিহিংসার রাজনীতি চর্চা না করতেন তাহলে সন্ত্রাস আশ্রয়, প্রশ্রয় পেয়ে উৎসাহিত হতো না এবং যৌথ বাহিনীর অভিযানের কোন প্রয়োজন হতো না।

মাননীয় স্পীকার

সন্ত্রাসের এক নাম্বার কারণ, তাদের প্রতিহিংসার রাজনীতি, প্রতিশোধের রাজনীতি। দ্বিতীয় কারণ, তাদের শাসন আমলেই এটা তুঙ্গে উঠে। অবৈধ পথে ফেন্সিডিলসহ মাদকদ্রব্যের অবাধ বিচরণ এবং সেই সাথে অবৈধ অস্ত্রের বলতে গেলে একটা সয়লাব হয়ে গিয়েছিল।

মাননীয় স্পীকার

বিশেষ করে আমি বলতে চাই অবৈধ অস্ত্রের উৎস আর হেরোইন ফেন্সিডিলের উৎস এক ও অভিন্ন, লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন। জাতি হিসাবে আমাদেরকে Cripple করা। অতএব এটাকে দলীয় রাজনীতির সঙ্কীর্ণতা থেকে বিচার না করে, দলমত নির্বিশেষে এটাকে একটা জাতীয় সমস্যা হিসাবে এর মোকাবেলা আমাদের করা উচিত।

মাননীয় স্পীকার

সন্ত্রাসের তিন নাম্বার কারণ পেশাদার চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজদের উপদ্রব। এই টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজদের কোন দল নাই এবং কোন দলের পক্ষ থেকে এদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া উচিত নয় মাননীয় স্পীকার।

মাননীয় স্পীকার

আমি কথা শেষ করার আগে আমার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে একটু বলতে চাই। তারা অনেকেই কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। মাননীয় স্পীকার, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের সময়ে উৎপাদনের ফিগার ডিক্টেট করা হয়েছিল। আমার কাছে দলিল আছে, মাননীয় স্পীকার।

www.pathagar.com

সাবেক অর্থমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী তিনজন মিলে ২০০১ সালে খাদ্য উৎপাদন কত দেখাতে হবে dictate করে দিয়েছিলেন।

মাননীয় স্পীকার

D.A.E এর এই বইটি তাদের সময় প্রকাশিত হয়েছে ডিসেম্বর ২০০০ সালে। এতে ডাটা আছে। '৯৬ থেকে '৯৯ পর্যন্ত তাদের উৎপাদন অনেক নীচের কোটায় ছিল। শুধু-মাত্র ২০০১ সাল, নির্বাচনের বছর, ডিক্টেট করা হয়েছিল ফিগার। BRRI-র সেই সময়ের কর্মকর্তারা আমাকে জানিয়েছেন তারা প্রথমবারে যে পরিসংখ্যান দেন তা রিজেক্ট করা হয়, বলা হয় আরো বাড়িয়ে আনো। দ্বিতীয় বার দেওয়া হলে ফেরত দেয়া হয়। তৃতীয় বার সেটাকে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। মতিয়া চৌধুরীর স্বাক্ষর ওখানে আছে। তারা সকলে মিলে এটা করেছেন।

মাননীয় স্পীকার

নির্বাচনের বছর মুক্ত বর্ডারের সুযোগ গ্রহণ করে তারা একটি তেলেসমাতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা একটা দক্ষতা, আমি প্রশংসা করি। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এই সরকার ঐ গোঁজামিলে বিশ্বাসী নয়। ঐ অদৃশ্য কারবারে বিশ্বাসী নয়। আমরা স্বচ্ছতা এবং সততার পথে বস্তুনিষ্ঠভাবে যে ফিগার আসছে তাই দেখাচ্ছি। সেই অনুপাতে এবারে আমনের উৎপাদন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী। আমরা বিনা দ্বিধায় এটা বলতে পারি।

মাননীয় স্পীকার

আমার কাছে অনেক অনেক কথা আছে, অনেক ব্যথা আছে কিন্তু এদিক ওদিকে ভাঙ্গা অবস্থার দিকে তাকালে বাধাগ্রস্ত হই। এই জন্য এখন আমি শেষের দিকে আসতে চাই।

মাননীয় স্পীকার

আমি মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে বিরোধী দলীয় নেত্রীর কয়েকটি সুন্দর সুন্দর কথার এখানে উদ্ধৃতি দিতে চাই।

মাননীয় স্পীকার

১৫/১১/৯৮ মানবজমিনে, ১৬/১১/৯৮ প্রকাশিত দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহের সম্পাদকদের সাথে মতবিনিময়কালে বর্তমানে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন- আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি আমার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করছি। আওয়ামী লীগ আর কখনোই হরতাল ডাকবে না, বিরোধী দলে গেলেও কোন হরতাল করবে না। তিনি বিরোধী দলের ডাকা হরতালের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, "এ ধরনের কর্মসূচির পেছনে কোন যুক্তি নেই।"

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার

তার আরেকটি সুন্দর কথা আছে ৩/৪/০১ তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রীকে হুকুমের আসামী বানাবার কথা বলার পর শেষ বক্তব্যটি বলেছিলেন বিরোধীদলকে লক্ষ্য করে– "নৈতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে ইতিবাচক রাজীতিতে ফিরে আসুন।"

মাননীয় স্পীকার

আমি অকপটে বলতে চাই, এই কথা দুইটি খুবই চমৎকার। এতো সুন্দর কথা কম লোকই বলতে পারেন। কিন্তু কথা সুন্দর করে বলার চেয়েও কথা অনুযায়ী কাজটি হলে আরো সুন্দর হয়। সেইটাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, মাননীয় স্পীকার।

মাননীয় স্পীকার

তিনি হরতাল ডাকবেন না বলেছিলেন, এই এক বছর পাঁচ মাসে তিনি কতবার হরতাল ডেকেছেন, তা দেশবাসী সকলেই জানেন।

মাননীয় স্পীকার

ইতিবাচক রাজনীতির কথা বলেছিলেন। আমি এর আগেও বলেছিলাম আমাদের কথাবার্তা বলার সময় এটা হিসাব করতে হয়, কখন কোন্ কথা আল্লাহ কবুল করে ফেলেন। তিনি বলেছিলেন বিরোধী দলে গেলে হরতাল ডাকবেন না। এটা আল্লাহ তায়ালা কবুল করে ফেলেছেন। তাকে বিরোধী দলে আসার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি যে কথাটি বলেছেন যদি সেই কথা অনুযায়ী কাজ করতেন, পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করে যে সুনাম কুড়াতে পারেননি, কয়েক ডজন ডক্টরেট ডিগ্রী কুড়িয়েও যে সম্মান অর্জন করতে পারেননি, তার এই সুন্দর কথাটির উপরে তিনি নিজে যদি আমল করতেন, এই কথা অনুযায়ী কাজ করতেন, তাহলে তিনি স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকতেন।

মাননীয় স্পীকার

এই মুহূর্তে আমি আমাকেসহ সকলের জন্য বলতে চাই, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন ....

اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ
الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (سورة البقره۴۴)

"তোমরা অন্যদেরকে ভাল ভাল উপদেশ দাও, সৎ কাজের আদেশ দাও অথচ নিজের ব্যাপারে ভুলে যাও কেন?" আল্লাহ তায়ালা এরপর বলছেন, "তোমরা কিতাব পড়, তোমরা কি বুঝ না?" (সূরা-আলবাকারা-৪৪)

www.pathagar.com

এর মাধ্যমে যে জিনিসটি বলা হয়েছে– ভাল কাজের আদেশ দেয়া অবশ্যই ভাল কাজ, কিন্তু তার বিপরীত কাজটি অপছন্দনীয়। আসমানী সকল গ্রন্থের ভিত্তিতে এটা অপছন্দনীয় এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে বিবেক দিয়েছেন সেই বিবেকের দৃষ্টিতেও এটা অপসন্দনীয়। আরো অগ্রসর হয়ে কোরআনে বলা হয়েছে...

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ (سورة الصف ٢-٣)

"তোমরা যেটা কর না সেটা বল কেন। জেনে রাখ কথা কাজের গরমিল আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয়। তা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধকে বাড়িয়ে দেয়।" (সূরা আস সফ ২-৩)

মাননীয় স্পীকার

এই কথাটি আমি শুধু উনাদেরকে বলছি না। আমাকেসহ আমাদের সকলকে বলতে চাই, এটার বড় অভাব আমাদের মধ্যে। আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি, আমরা ঘুষের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি, আমরা অনিয়মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি, আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি, Trensperency-র কথা বলি, জবাবদিহিতার কথা বলি, যারা বলি তারা নিজে যদি এটা নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে এই কথাগুলো, এই ভালো ভালো সুন্দর কথাগুলো আলোর মুখ দেখতে পায় না।

মাননীয় স্পীকার

আমি সব শেষে বলতে চাই, আমি একটি ইসলামী দলের দায়িত্বশীল হিসাবে আজকে যে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, আজকে যারা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে তাদের প্রধান মাথা ব্যথা ইসলাম। অথচ ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়। ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে সকল আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা ও নবী হিসাবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন তাদের সকলের প্রতি ঈমান আনা। অতএব ইসলামের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যে শক্তিবলে গোটা বিশ্ব সম্প্রদায়কে যার যার ধর্মীয় পরিচিতি নিয়ে, ধর্মীয় স্বকীয়তা নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে। কোরআন যে ভাষায় গোটা দুনিয়াবাসীকে দাওয়াত দিয়েছেন আমি সেই কুরআনের আয়াতটি কোট করে আমার কথা শেষ করতে চাই। আল্লাহ সুবহানহু তায়ালা বলেছেন– ফাআউযুবিল্লাহিমিনাশ শাইতানির রাজীম,

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ط (سورة ال عمرن ٦٤)

www.pathagar.com

'এসো হে দুনিয়ার মানুষ, সাদা-কালো নির্বশেষে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলে একটি কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই যেটা সকলের জন্যে সমানভাবে কল্যাণকর। কোন একপক্ষের কল্যাণ হবে আর একপক্ষের ক্ষতি হবে এই আশাংকা যেখানে নেই। সেটা কি? এক আল্লাহ ছাড়া আর আমরা কারো গোলামি করব না। এক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করব না। এক আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান, আইন-কানুন মানব না এবং ঐ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর সাথে আর কাউকে শরীক করব না' (সূরা-আলে ইমরান-৬৪)। কোন ধর্মগুরুকে শরীক করব না। কোন রাজনৈতিক নেতাকে শরীক করব না। কোন ধনাঢ্য কোন কোটিপতিকে শরীক করব না। কোন প্রভাবশালী, পরাক্রমশালী দেশকেও শরীক করবো না।

আল্লাহর রাসূল এই কথাটাকে সামনে রেখে বলেছেন,

كُوْنُوا عِبَادَ اللهِ وَاخْوَانًا

"তোমরা এক আল্লাহর বান্দা হও, তাহলে পরস্পরের ভাই হয়ে যেতে পারবে।"

মাননীয় স্পীকার

ইসলামের সুমহান, সার্বজনীন আহ্বান, বিশ্বজনীন আহ্বান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে ইসলামকে আজ সন্ত্রাসবাদের সাথে একাত্ম করে যে সর্বনাশটা করা হচ্ছে, এতে মুসলমানরাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, এর মাধ্যমে গোটা বিশ্ব মানবতা বিপর্যয়ের মুখোমুখি আসবে। বিশ্ববাসীর এই ভুল ভাঙ্গুক, ইসলামের সুমহান আদর্শের সঠিক পরিচয় লাভের সুযোগ হোক, এই কামনা বাসনা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওমা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

পারিবারিক গ্রন্থাগার

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

www.pathagar.com